গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১. ৪৮৭(২০) তারিখ ঃ ০৭/২/১৪

সম্মানিত সদস্যগণের অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৮/০৩/২০১৪ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪ তম সভার কার্যবিবরণী অত্রসাৎ প্রেরণ করা হলো ।

(মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া)
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
ফোন ঃ ৯২৫২০৩৩
ইমেল dir @.sca.gov.bd

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান,কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর	সদস্য
৪।	মহা পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫	সদস্য
১০।	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা-১০০০	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন	
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), গ্রামঃ ব্রাম্মনচক, পোঃ নিশ্চিন্দপুর, জেলাঃ চাঁদপুর	সদস্য
১৬।	-- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪ তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪ তম সভা মার্চ ১৮, ২০১৪ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ মোঃ কামাল উদ্দিন, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান । পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন । সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় - ১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩ তম সভা আগষ্ট ২৬, ২০১৩ খ্রিঃ সকাল ১০.০০ টায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা এর সভা কক্ষে (ভবন -১, ২য় তলা, কক্ষ নং ২২৬) অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ১৭৮৯(১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় কার্যবিবরনীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে বলে সভাপতি মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয় - ২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কারিগরি কমিটির ৭৩তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ।

কারিগরি কমিটির ৭০, ৭১, ৭২ ও ৭৩ তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সদস্যবৃন্দকে অবগত করা হয় । বীজ বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়ঃ ৩ আমন/২০১৩-১৪ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমন/২০১৩-১৪ মৌসুমে ৯টি বীজ কোম্পানী /প্রতিষ্ঠানের ট্রায়ালকৃত ১৩টি হাইব্রিড জাত যথা (১) বিএডিসির ১টি জাত উইনাল ২০৭ (Winall 207), (২) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ২টি জাত (ক) পাইওনিয়ার ২৮পি০৯ (Pioneer 28P09), (খ) পাইওনিয়ার ২৭পি৩১ (Pioneer 27P31) পুনঃ ট্রায়াল (৩) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর ১টি জাত পাইওনিয়ার ২৫পি ৩৫(Pioneer 25P35) ২য়বর্ষ, (৪) সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ এর ২ টি জাত (ক) রেস (NK9315) ২য় বর্ষ, (খ) রূপা ((NK 6302) ২য় বর্ষ, (৫) ব্র্যাকের ১টি জাত মুক্তি-২ (ব্র্যাক-৮) ২য় বর্ষ, (৬) এসিআই লিঃ এর ২টি জাত (ক) এসিআই সোনালী (BRS-696) ২য় বর্ষ, (খ) এসিআই নয়ন (Winall Nayon), (৭) বায়ারক্রপ সায়েন্স এর ১টি জাত অ্যারাইজ তেজ গোল্ড (H11001) ২য় বর্ষ, (৮) নর্থ সাউথ লিঃ এর ১টি জাত টিয়া, (৯) লালতীর সীড লিঃ এর ২টি জাত (ক) পেক -৮৩৭ (PAC-837) এবং (খ) স্বর্না -২ জাতের সাথে ব্যবহৃত চেকজাত ব্রিধান ৩১ সহ সর্বমোট ১৪টি জাতের মাঠ মূল্যায়ন (প্রদত্ত কোড নং এইচ ৯১৯ থেকে এইচ-৯৩২ পর্যন্ত) দেশের ৬টি অঞ্চলে ১২টি স্থানে সম্পন্ন করা হয়। উক্ত মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল Compilation পূর্বক পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

পর্যালোচনার শুরুতে সভাপতি কর্তৃক বিভিন্ন হাইব্রিড জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উন্মুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয় । অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পর পর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গেছে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত সাময়িক নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাব করা হয় । উক্ত প্রস্তাবের আলোকে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর পাইওনিয়ার ২৫পি৩৫(Pioneer25P35) হাইব্রিড জাতটি পেট্রোকেম হাইব্রিড ধান ৩ (এগ্রোধান-১৬) হিসেবে ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ ৮৫৭ ও এইচ ৯৩০) ।

(খ) ব্র্যাকের মুক্তি-২ হাইব্রিড জাতটি ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-৮ হিসেবে জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ ৮৫৫ ও এইচ ৯২১) ।

(গ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর অ্যারাইজ তেজ গোল্ড (HII001) হাইব্রিড জাতটি বায়ার ক্রপ হাইব্রিড ধান ৫ হিসেবে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় ((১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ ৮৪৭ ও এইচ ৯২২) ।

শর্ত ১ ঃ প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে । যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে ।

শর্ত ২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে । পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না ।

শর্ত ৩ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে হাইব্রিড আমদানীকারক কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে ।

শর্ত ৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে ।

আলোচ্য বিষয় ৪: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত BR 7358-30-3-1 এবং BR7840-54-1-2-5 কৌলিক সারি দুইটি যথাক্রমে ব্রি ধান৬৩ ও ব্রি ধান৬৪ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ ।

ব্রি ধান ৬৩: ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত BR 7358-30-3-1কৌলিক সারিটি Amol-3 এবং ব্রি ধান ২৮ এর মধ্যে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত । অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান৫০ এর প্রায় সমান । এ জাতের ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা । পাতার রং গাঢ় সবুজ, দানার রং সোনালী ও আকৃতি চিকন লম্বা । পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫ সেঃ মিঃ । এ জাতের জীবনকাল ১৪৮-১৫০ দিন । ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২ গ্রাম । চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা । এ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান৫০ এর চেয়ে ৪-৬ দিন আগাম । এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না । ধান বাসমতির মতো চিকন ও লম্বা । এ জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয় । উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাত এর ফলন হেক্টরে ৬.৫ টন থেকে ৭.০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায় ।

২০১২-১৩ বোরো মৌসুমে রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রংপুর, যশোর ও ঢাকাসহ ৭টি অঞ্চলের ৯টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয় । ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং চেক জাত থেকে প্রস্তাবিত জাতটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে।

ব্রি ধান ৬৪: ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত BR 7840-54-1-2-5 কৌলিক সারিটি IR75382-32-2-3-3 এবং BR 7166-4-5-3-2-5-5-B(1)92 এর মধ্যে সংকরায়নের পর বংশানুক্রম সিলেকশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান ২৮ এর চেয়ে সামান্য লম্বা। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০ সে. মি. কিন্তু কান্ড মজবুত বিধায় সহজে ঢলে পড়ে না। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫২ দিন। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ রঙ্গের । ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৬ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা। এ জাতের চালে শতকরা ৭.২ ভাগ প্রোটিন এবং প্রতি কেজি চালে ২৪.০ মিলিগ্রাম জিঙ্ক রয়েছে। এ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৫-৬ দিন নাবী। প্রচলিত আন্যান্য জাতের তুলনায় এ জাতে কুশির সংখ্যা কম হয়। কিন্ত অধিকাংশ কুশিতেই লম্বা ও বড় শীষ থাকে বিধায় হেক্টরে ৬.০-৭.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতে রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কম । ২০১২-১৩ বোরো মৌসুমে দেশের রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, যশোর, রংপুর ও ঢাকাসহ ৭টি অঞ্চলের ৯ টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৯টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে, ২টি স্থানে বিপক্ষে এবং ১টি স্থানে পূনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং চেক জাত থেকে প্রস্তাবিত জাতটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে।

ট্রায়াল ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে কৃষিবিদ আবু ইউসুফ মিয়া, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ব্রি প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত জাত দুইটির ছাড়করণের বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ আব্দুল কাদের এসএসও, ব্রি ও ড. পার্থ এস বিশ্বাস পিএসও পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত জাত দুটির সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। ডঃ কাদের উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত ব্রি ধান৬৩ এর চাল রান্নার পর ভাত প্রায় দেড়গুন লম্বা হয় এবং এ জাতের Milling recovery ব্রি ধান ৫০ এর সমান হলেও Head rice recovery rate ব্রি ধান ৫০ থেকে অনেক বেশী। অপর দিকে ডঃ পার্থ এস বিশ্বাস উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত ব্রিধান ৬৪ জাতটি উচ্চ জিঙ্ক সমৃদ্ধ একটি জাত। এ জাতের প্রতি কেজি চালে জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত ব্রিধান ৬২ থেকে প্রায় ৫ মিঃ গ্রাম জিঙ্ক বেশী থাকে যা আমাদের দেহের চাহিদার ৪০% মিটাতে সক্ষম। ডঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি উল্লেখ করেন যে, ট্রায়ালকৃত অঞ্চলসমূহ থেকে মাঠ মূল্যায়ন দল প্রস্তাবিত ব্রিধান৬৩ ছাড়করণের পক্ষে মতামত প্রদান করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ড ইতোমধ্যে জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত ব্রিধান ৬২ আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত উচ্চ জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাতটি বোরো মৌসুমের উপযোগী । ফলে প্রস্তাবিত ব্রিধান৬৩ ও ব্রিধান৬৪ দুটি জাতই ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ করা যেতে পারে। মহাপরিচালক বিএসআরআই, ঈশ্বরদী জানতে চান যে, আমাদের দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের জাত আছে কিনা। ডঃ পার্থ সারথি বিশ্বাস জানান যে, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশে এ জাতীয় গবেষণা চলছে , তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটা অগ্রগামী। জনাব মোঃ আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, দস্তা ব্যতিত অন্যান্য খাদ্যোপাদান ভিত্তিক বা অল্প পানি দ্বারা চাষযোগ্য কোন জাত নিয়ে গবেষণা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে ডঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি জানান যে, দস্তার পাশাপাশি আয়োডিন ও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ এবং অল্প সেচে চাষযোগ্য জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে এবং অচিরেই এ ধরনের জাত পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

অত:পর সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত জাত দু'টি আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় ট্রায়াল হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে এ ধানে আর্সেনিক আছে কিনা জানতে চাইলে ব্রি প্রতিনিধি জানান যে, জাত দু'টি আর্সেনিক Up take করে তবে আমাদের শরীরের জন্য তা সহনীয় মাত্রায় আছে। অত:পর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ : ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত BR 7358-30-3-1 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান৬৩ হিসাবে বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল।

সিদ্ধান্ত ২: ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত জিঙ্ক সমৃদ্ধ BR7840 -54-1-2-5 কৌলিক সারি যা ইতোপূর্বে আমন মৌসুমের জাত ব্রি ধান ৬২ হতে প্রতি কেজি চালে ৫ মি.গ্রা. জিংক বেশি থাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করার নিমিত্তে সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য প্রমাণসহ পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য ব্রি, গাজীপুর'কে অনুরোধ করা হলো। এ ব্যাপারে সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা আহবানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫: বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত (১) OMCS-2007 (BINA-E-3) (2) IR50(BINA-Arom-10) ধানের কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে বিনা ধান১৫ ও বিনা ধান১৬ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ।

(১) বিনা ধান১৫: বিনার বর্ণনা মতে কৌলিক সারিটি ইরি-ফিলিপাইন হতে সংগ্রহ করা হয়। সারিটি OM1314 ও OMCS6 এর মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবিত । সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে চেকজাত বিনা ধান ৭ হতে হেক্টর প্রতি প্রায় ০.৩০ টন বেশী ফলন এবং ৭-১০ দিন আগে পাকায় চুড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করা হয় । এছাড়া এটি স্বল্প মেয়াদী ও আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগপাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং কিছুটা প্রশস্ত। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৬-৯৮ সে.মি। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১০০-১১০ দিন এবং হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৮ থেকে ৫.৮ টন পাওয়া যায়। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.৪ গ্রাম। পাকা ধানের রং খড়ের রং এর মত। ২০১৩-১৪ আমন মৌসুমে ময়মনসিংহ, যশোর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর-এ ৬টি অঞ্চলের ১৪টি স্থানে উক্ত জাতটি ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১৪ টি স্থানের মধ্যে ১১টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে এবং ফলনে সামান্য তারতম্য হওয়ায় অবশিষ্ট ৩টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল মতামত প্রদান করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে।

(২) বিনা ধান১৬: বিনার বর্ণনা মতে কৌলিক সারিটি ইরি-ফিলিপাইন হতে সংগ্রহ করা হয়। সারিটি IR2153-14-1-6-2/ IR2061-214-38-2/IR2071-625-1-252 এর মধ্যে সংকরায়নের ফলে উদ্ভাবিত । সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় চেকজাত ব্রি ধান৩৮ হতে হেক্টর প্রতি প্রায় ১টন বেশী এবং ১৫-২০ দিন আগে পাকায় চুড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করা হয় । এ জাতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এছাড়া এটি একটি আলোক অসংবেদনশীল জাত। এ জাতের ডিগপাতা গাঢ় সবুজ, খাড়া এবং কিছুটা চিকন। ধানের দানা মাঝারি চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৪.২ সে.মি। জীবনকাল ১১৫-১২৬ দিন। আমন মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.৮ টন এবং ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.০ গ্রাম।

২০১৩-১৪ আমন মৌসুমে ময়মনসিংহ, যশোর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর-এ ৬টি অঞ্চলের ১৪টি স্থানে উক্ত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১৪ টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৫টি স্থানে সুগন্ধ না থাকায় ও সঠিক চেক জাত নির্বাচন না করায় ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল মতামত প্রদান করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট পাওয়া গেছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্য সচিব, কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, বিনার প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত জাত দুটির তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, পিএসও, বিনা প্রস্তাবিত জাত দুটির সচিত্র প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি

উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৫ জাতটি বিনা ধান ৭ থেকে ফলন বেশী এবং প্রায় ৮ থেকে ১০ দিন আগাম। এ ছাড়া রোগ বালাই সহনশীলতা বিনা ধান ৭ এর মত। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিনার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৫ এর Amylose এর পরিমাণ ২৩.৫% অপর দিকে বিনা ধান ৭ এর Amylose এর পরিমাণ ২৪.৫% । ফলে প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৫ জাতের ভাত বিনা ধান ৭ থেকে বেশী আঠালো হবে মনে হয়। এ ব্যাপারে বিনা প্রতিনিধি এ জাতের ভাত আঠালো নয় বলে দাবি করেন। আলোচনা কালে জনাব পরেশ কুমার রায়, আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, যশোর মন্তব্য করেন যে ব্রিধান ৩৮-কে প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৬ জাতের চেক হিসেবে ব্যবহার করা সঠিক হয়নি। কারণ ব্রিধান ৩৮ তেমন জনপ্রিয় নয়, তাছাড়া দুটি জাতের জীবনকালের পার্থক্য অনেক বেশী হওয়ায় সঠিকভাবে তুলনা করা যায় না। জনাব মো: মনিরুজ্জামান, আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী,বগুড়া জানান যে, এটিকে সুগন্ধি জাত হিসেবে প্রস্তাব করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এর কোন সুগন্ধ নেই। এ বিষয়ে বিনার প্রতিনিধি জানান যে, যেহেতু জাতটি আই আর ৫০ হতে উদ্ভাবন করা হয়েছে যা একটি সুগন্ধি জাত, তাই এটিকেও সুগন্ধি শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। জাতটির সুগন্ধ ছাড়া অন্য কোন ভাল বিবেচ্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী তা জানতে চাইলে বিনার প্রতিনিধি এটিকে সুগন্ধি জাতের স্থলে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হিসেবে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। ড: কামাল হুমায়ুন কবীর, মহাপরিচালক, বিএসআরআই বলেন যে, সেক্ষেত্রে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির উপযুক্ত জাতকে চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উপযোগীতা যাঁচাই করতে হবে। জনাব মো: ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সুপারিশকৃত জাতটির ভাত ঝরঝরে হতে হবে। ড: আশরাফুল আলম, প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে Co-efficient of Variance ও ডাটাসমুহ সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে ও রোগবালাইয়ের স্কেল (০-৯) সঠিক ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া সভাপতি বিনার প্রতিনিধির কাছে প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৫ এর Milling quality ও Head rice recovery rate সম্পর্কে জানতে চাইলে, বিনার প্রতিনিধি প্রস্তাবিত বিনা ধান১৫ জাতের সংশ্লিষ্ট গুণাগুণ বিনা ধান ৭ থেকে ভাল বলে উল্লেখ করেন। অত:পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ।

সিদ্ধান্ত ১: প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ও আগাম জাত বিবেচনা করে IR50(BINA-Arom-10) কে বিনা ধান১৫ হিসেবে অবমুক্তির জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হল। তবে এটিকে সুগন্ধি জাত হিসেবে উল্লেখ করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত ২: বিনা কর্তৃক প্রস্তাবিত (১) OMCS-20070 (BINA-E-3) সারিটির Amylose এর গুণাগুণ প্রমানসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য বিনা, ময়মনসিংহ কে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়: ৬ বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ।

সদস্য সচিব জানান যে Tissue Culture Lab এর মানদন্ড নির্ণয়ের জন্য গঠিত উপকমিটি প্রণয়নকৃত গাইড লাইনটি ইংরেজীতে প্রণয়ন করায় এবং তা যথাযথ না হওয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ বাংলায় কারিগরী কমিটিতে উপস্থাপনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ড: কামাল হুমায়ুন কবীর, মহাপরিচালক, বিএসআরআই মতামত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু দুই কমিটির সুপারিশ প্রস্তুত নেই, তাই কারিগরী কমিটির পক্ষে সুপারিশ করা সম্ভব নয়। আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত: Tissue Culture Lab এর মানদন্ড নির্ণয়ের জন্য গঠিত উপ-কমিটি প্রয়োজনীয় পরিমার্জন পূর্বক তাদের প্রতিবেদন আগামী ১ মাসের মধ্যে কারিগরী কমিটি এর নিতট দাখিল করবে। অত:পর শ্রেনী নির্ধারণ বিষয়ক কমিটির সুপারিশমালা এবং ল্যাব: এর মানদন্ড নিধারণ কমিটির গাইড লাইন বিবেচনা করে কারিগরী কমিটি বীজ আলুর শ্রেনী নিধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও স্ট্যাকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ সুপারিশমালা জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয় ৭: ভিত্তি ১ থেকে ভিত্তি ২ ধান বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ।

বিষয়টির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, কোন জাতের ব্রিডার বীজের অপ্রতুলতার ক্ষেত্রে সীড প্রমোশন কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বিএডিসি ভিত্তি-১ থেকে ভিত্তি-২ ধান বীজ উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে কয়েকটি কোম্পানী তাদের অবকাঠামো, জনবল ও কারিগরী সুবিধাদি বৃদ্ধি করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছেন দাবী করে তারাও ভিত্তি-১ থেকে ভিত্তি-২ বীজ উৎপাদনের সুযোগ চান। বিষয়টি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ন্যস্ত হওয়ায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী তার কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করেছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে তাদের পর্যবেক্ষন ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। সভাপতি এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের মতামত জানতে চাইলে জনাব মো: আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কোম্পানীদের সাধারণ ভাবে এ সুযোগ দেয়া হলে কৃষকের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। জনাব আজিম উদ্দিন, সিএসটি , সীড উইং জানান যে দেশে বর্তমানে প্রায় ১৮ হাজার বীজ ডিলার রয়েছে। অনেকেই তাদের চাহিদামত ভিত্তি বীজ পায়না। তাছাড়া প্রচলিত বীজ বিধিতে ভিত্তি বীজ থেকে ভিত্তি বীজ পরিবর্ধনের সুযোগ রয়েছে। ড: কামাল হুমায়ূন কবীর, মহাপরিচালক, বিএসআরআই, অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভিত্তি-১ ও ভিত্তি-২ বাদ দিয়ে এক জেনারেশন ভিত্তি-ই করা হোক। জনাব মো: শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, পেট্রোকেম লি: বলেন যে, বীজ বিধিতে ভিত্তি বীজ থেকে ভিত্তি বীজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে উৎস ভিত্তি বীজকে ব্রিডার শ্রেণীর সমমানের হতে হবে। যেহেতু অনেক বীজ কোম্পানী প্রয়োজনীয় ব্রিডার বীজ বিআরআরআই থেকে পাচ্ছে না কাজেই এ ধারা চালু করা দরকার। অন্যান্য দেশেও এ বিধান চালু রয়েছে। প্রয়োজনে কারা ভিত্তি-১ থেকে ভিত্তি-২ করতে পারবে সে যোগ্যতা নির্ধারণ করা যেতে পারে। জনাব এফ আর মালিক বলেন যে, ভিত্তি-১ বা ভিত্তি-২ শ্রেণির বীজ সরাসরি খোলা বাজারে বাজারজাত করা যাবে না এ রূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর যোগ্যতা সম্পন্নদের প্রার্থিত সুযোগ দেয়া যেতে পারে। জনাব মো: মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোং বলেন যে, ভিত্তি-১ থেকে ভিত্তি-২ করার ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এ সকল বীজ প্রত্যয়ন করবে এবং সঠিকভাবে মান নিয়ন্ত্রন করবে। জনাব মিজানুর রহমান, এসিআই কোং লি: জানান যে, তারা ব্রিধান ২৮ জাতের ৬০০০কেজি ব্রিডার বীজের আবেদন করে ১২০০ কেজি পেয়েছেন। যেহেতু বিএডিসি ভিত্তি-১ থেকে ভিত্তি-২ করছে কাজেই মান সম্পন্ন বীজ প্রমোট করার জন্য ভিত্তি-২ করার সুযোগ দেয়া দরকার। বীজের মান বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী যাচাই এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। ড:মো:খালেকুজ্জামান সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি এ বিষয়ের উপর একটি কমিটি করে দেয়ার প্রস্তাব করেন। আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ।

সিদ্ধান্ত: ভিত্তি-১ থেকে ভিত্তি-২ ধান বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য নিম্নবর্ণিত সদসদের নিয়ে একটি উপ কমিটি গঠন করা হলো। উপ কমিটি আগামী ১ মাসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন করিগরি কমিটির সদস্য সচিব বরাবরে দাখিল করবেন।

১।	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর	আহবায়ক
২।	মহাব্যবস্থাপক(বীজ), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৪।	সিএসটি, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৫।	সংশ্লিষ্ট ফসলের একজন প্রজননবিদ	সদস্য
৬।	মো: শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লি:	সদস্য
৭।	জনাব মো: মাসুম, চেয়ারম্যান সুপ্রিম সীড কোং লি:	সদস্য
৮।	পি এফ সি ও , বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য সচিব

আলোচ্য বিষয় ৮: **হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন।**

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতির সংশোধন বিষয়ে কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটির মাধ্যমে প্রণীত সুপারিশমালাটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভায় উপস্থাপন করা হয় । জাতীয় বীজ বোর্ডের উক্ত সভায় প্রণীত সুপারিশ মালাটি পুনঃ সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি এ বিষয়ে Stakeholder দের সাথে আলোচনা করে সুপারিশমালা অধিকতর সংশোধন করে পরবর্তী এনএসবির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । উক্ত সুপারিশমালাটি গঠিত উপকমিটির মাধ্যমে পূনঃ পর্যালোচনা পূর্বক অধিকতর সংশোধন করে জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপন করা যেতে পারে। উপপরিচালক (ভিটি) উল্লেখ করেন যে, বর্তমান কমিটিতে বিএডিসি ও বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত করে কমিটি পুনর্গঠন করা যেতে পারে। অত:পর এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ মহাব্যবস্থাপক(বীজ), বিএডিসি ও প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করা হলো। পুর্নগঠিত কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে সংশোধিত সুপারিশমালা প্রণয়ন পূর্বক দাখিল করবেন।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ ১: দেশে উৎপাদিত এফ ১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন।

সদস্য সচিব জানান যে, বর্তমানে দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত এফ ১ হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়ন বিষয়ে প্রণীত কারিগরি কমিটির সুপারিশমালা জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বক এফ ১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে সকল Stakeholder দের মতামত নিয়ে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ বিষয়ে ১৭/২/১৪ খ্রিঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর কার্যালয়ে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী Stakeholder দের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দেশে উৎপাদিত এফ ১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় এবং একটি কর্মশালা আয়োজন করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধানের হাইব্রিড বীজ প্রত্যয়নে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এ বিষয়ে একটি পূর্নাঙ্গ সুপারিশ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরে এ বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত সকল Stakeholder দের মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা গ্রহণ করে করিগরি কমিটির পববর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত : দেশে উৎপাদিত এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়নের বিষয়ে Stakeholder দের মতামত নিয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন পূর্বক পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ ২: মেস্তা ও কেনাফ ফসলের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি প্রণয়ন।

সদস্য সচিব জানান যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০ তম সভায় মেস্তা ফসলকে এবং ৭৩ তম সভায় কেনাফ ফসলকে নোটিফাইড ফসল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ফলে উক্ত ফসল দুইটির নতুন জাত ছাড়করণের জন্য DUS Test Procedure প্রণয়ন পূর্বক DUS Test সম্পাদন করা আবশ্যক। সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, মেস্তা ও কেনাফের ডিইউএস পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিজেআরআই প্রতিনিধি একমত পোষন করেন। অত:পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ মেস্তা ও কেনাফ ফসলের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠন করা হল। কমিটি মেস্তা ও কেনাফের ডিইউএস পদ্ধতি প্রণয়ন পূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

১। পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই	আহবায়ক
২। সিএসও (ব্রিডিং), বিজেআরআই	সদস্য
৩। মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
৪। বিনার একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫। উপ-পরিচালক(ভিটি), বীপ্রএ	সদস্য সচিব

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া,)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

১৪/০৬/১৪
(ডঃ মোঃ কামাল উদ্দিন)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৪তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরের তালিকা:

স্থান : বিএআরসি'র ১ নং সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ১৮/০৩/২০১৪ খ্রি:
সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট

ক্র:নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগনের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল	স্বাক্ষর
	কৃষিবিদ (ড:, [illegible])	[illegible] চেয়ারম্যান (ভার:)	01711-183963	[signature] ১৮
	ড. [illegible] হুমায়ুন কবীর	DG - BSRI	01716-346257	[signature]
	মো: আজিজুল হক	মহাপরিচালক (ভার:) বিনা [illegible]	০১৯১১-২৬০২৬৯	[signature] ১৮/৩/১৪
	প্রফেসর ড. মো: আনোয়ারুল হক	প্রবীণ, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	০১৭১১০২২৫২৬	[signature] 18/3/14
	Md. Shahjahan Ali	Advisor Petrochem (BD) Ltd.	01730013391	[signature] 18/3/2014
	Dr. Helal Uddin Ahmed	CSO & Head Plant Breeding, BRRI	01916-577660	[signature] 18/3/14
	Dr. Partha S. Biswas	PSO, BRRI	01552480813	[signature] 18/3/14
	Dr. Md. Abdul Kader	SSO, BRRI	01552-340120	[signature] 18/3/14
	Dr. M. Abbas Ali	CSO, BJRI	01673376105	[signature] 18/3/14
	Dr. Md. Rezaul Haque	Head Production Lal Teer Seed	01730004896	[signature]
	Md. Azizul Haque	Sr. Production Manager	01719-106718	[signature]
	Ranjit Kumar Pal.	F.O, SCA, Dhaka	01818600706	[signature]
	MOHAMMAD MIZANUR RAHAMAN	APH, ACI Seed. ACI Ltd.	01730024476	[signature] 18/03/14
	Md. Abdul Wali Khan.	Wimal Hi-tech Seed Company.	01711-022865	[signature]
	ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম	পিএসও, বিনা	01716-28720	[signature]
	Dr. Md. Asgar Ali Sarker	Dir (Res.)	01715998145	[signature]
	K.Y.M. Shoukat	GA Petrochem	01730326656	[signature]
	Md. Reaz Ahmed	Manager Hybrid Dev Bayer CropScience	01713444171	[signature]
	ড: মাহমুদুর রহমান মুরাদ (বাংলা)	চৌধুরী এগ্রো লি:	01712819671	[signature]
	মো: [illegible]	[illegible]	01720502023	[signature]

ক্র	কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগনের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন/মোবাইল	স্বাক্ষর
	MD. Abul Kashem Azad	Agronomist-RSTL-SCA Ishwardi Pabna	01728011328	[signature]
২	A.K.M. Shahriar	R.F.O, SCA Chittagong	01819865392	[signature]
৩	Paresh Kumar Roy	RFO, SCA Jessore	01716623735	[signature]
৪	Dr. Md. Zakir Hossain	QCO, SCA Gazipur	01199182324	[signature]
৫	M.A. Khaleque	AST, Seed Wing MoA	01715218900	[signature]
২৬	F.R. Malik	EC member BSA	01750060333	[signature]
২৭	Dr M. Khaliquzzaman A. Chowdhury M-IY (CMPS)	BARC	—	[signature]
২৮	Md. Azim uddin	CST, MoA.	01556341143	[signature]
২৯	Md. Abdul Malek	Director (PRL) Cash crops wing DAE, Khamarbari	01552320468	[signature]
৩০	Md. Khairul Bashar	DD(VT), SCA	01720377553	[signature]
৩১	Md. Tofazzal Hossain	Addl. Director (Extension), FSW DAE	01712-529409	[signature]
৩২	MD. AHSAN KABIR	Syngenta Bangladesh Limited	01713493379	[signature]
৩৩	Md. Ferdous Ikbal	Scientific officer BINA, Mymensingh	01717840065	[signature]
৩৪	A B M Kamal	Marketing Manager ACI Seed	01755520708	[signature]
৩৫	Khabirun Nahar	SCO, SCA Gazipur	01733995286	[signature]
৩৬	Shukdeb Kumar Das	MPO, SCA Gazipur	01720078274	[signature]
৩৭	Subodh Chandra Roy	SCO, SCA Gazipur	01719131900	[signature]
৩৮	Rowson Ara Begum	SCO, SCA.	0171116259	[signature]
৩৯	Md. Raquibuzzaman Khan	PO, SCA	01712007009	[signature]
৪০	Muhd. Hasan Kabir	STO, SCA	01190477833	[signature]